যুগান্তর

তারিখ 07 APR 2014
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ......

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নিয়ে ভাবনা

মুশতাক আহমদ

ফের আলোচনায় এসেছে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের ইস্যু। সরকারের নীতিনির্ধারণী মহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) এ বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করছেন। ভিসিদের সংগঠন— বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ বা স্থগিতের। পাশাপাশি এরশাদ সরকারের মন্ত্রিসভায় নেয়া ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করা বা না করা অথবা বিকল্প কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে আগামীকাল বৈঠকে বসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

মন্ত্রিসভার অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাল বৈঠক

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ বা স্থগিত করার দাবি ভিসিদের

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির নামে একের পর এক সহিংস আর শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামনে এসেছে এ ইস্যু। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত ছাত্র সংঘর্ষ, আহত-নিহত হওয়ার ঘটনাসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মী। তাদের কর্তৃক সংঘটিত ঘন ঘন সংঘাত-সংঘর্ষে মাঝে-মধ্যেই বন্ধ করতে হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় মাসের পর মাস বন্ধ রয়েছে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বশেষ ৩১ মার্চ রাতে ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদ ইবনে মমতাজ নামে এক ছাত্রলীগ নেতা প্রতিপক্ষের হামলায়, ৪ এপ্রিল রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রুস্তম আলী নামে আরেক ছাত্রলীগ নেতা রহস্যজনকভাবে গুলিতে নিহত হন। এর আগে হলের কমিটি স্থগিত করানোর মতো ঠুনকো লক্ষ্যকে সামনে রেখে পেছন থেকে গুলি করে ঢাকা কলেজের হোস্টেলে খুন করা হয় আরেক ছাত্রলীগ নেতাকে। এভাবে বিগত বছরগুলোতে আহত-নিহত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে নানা চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী রোববার রাতে তার সেলফোনে যুগান্তরকে বলেন, ছাত্র রাজনীতির কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ মুহূর্তে পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির নামে এক প্রকার অপরাজনীতি চলছে। তাই এটা নিয়ে পুনর্ভাবনা হতে পারে। তবে ছাত্র

ভাবনা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

ভাবনা : ছাত্র রাজনীতি বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্তটি ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ কতটা সহজ ও গ্রহণযোগ্য হবে তা যেমন বলা সহজ নয়, তেমনি এটা চলমান ধারায় চলতে দেয়া উচিত কিনা— সেটাও বড় প্রশ্ন। তিনি বলেন, ছাত্র রাজনীতি নিরুৎসাহিত করতে চাইলে তার জন্য স্বয়ংক্রিয় পন্থা গ্রহণই শ্রেয়, যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই তা ছেড়ে দেয়।

নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধে মোট দু'দফা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমবার ১৯৮৬ সালের ৮ ডিসেম্বর ও দ্বিতীয়বার ১৯৮৯ সালের ২৬ নভেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে পৃথক দুটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথম সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের রাজনীতি মুক্ত করা উচিত। রাজনৈতিক দলসমূহের কোনো অঙ্গ দল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকিবে কিনা, ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কোনো (বাইরের রাজনৈতিক দলের সহিত সম্পর্কিত না হইয়া) রাজনৈতিক দল তাহাদের ক্যাম্পাসে গঠন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাইতে পারিবে কিনা বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দ রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে তাহাদের ক্যাম্পাসে রাজনীতি করিতে পারিবেন কিনা। সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উল্লেখিত প্রতিবেদন থাকিতে হইবে।'

১৯৮৯ সালের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের স্বার্থে রাজনীতিমুক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এ ধরনের কলেজকে সরকারি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার এ দুটি সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই আগামীকাল দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইন। এতে স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের যুগ্মসচিব, ইউজিসির সচিব, কারিগরি অধিদফতরের মহাপরিচালক, বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদের ডাকা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইন রোববার রাতে যুগান্তরকে বলেন, 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার দুটি অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে দুটিকে সামনে রেখেই ওই বৈঠক। এতে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত দুটি বাস্তবায়ন করা যায় কিনা, করা গেলে তা কিভাবে করা যায় আর সম্ভব না হলে তা কেন সম্ভব নয়, এসব বিষয়ে আলোচনা শেষে প্রতিবেদন তৈরি করা হবে। পরে তা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পেশ করা হবে।'

ছাত্র রাজনীতি বিষয়ে এরশাদ সরকার আমলে মন্ত্রিপরিষদে নেয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা বলেন, 'এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত আছে বলে জানতাম। তার সর্বশেষ অবস্থা কি, তা এ সংক্রান্ত কাগজপত্র না দেখে বলতে পারব না।'

আর শিক্ষা সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক বলেন, ছাত্র রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সভা মন্ত্রণালয়ে রয়েছে। তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পর্যায় থেকে নয়, সরকারের নীতিনি... থেকে আসতে হয়।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ছাত্রলীগ সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন— ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে আমরা না। কেননা ছাত্র রাজনীতির যতটুকু বদনাম হয়েছে তার দায় ছাত্র নেতাকর্মীদের নয়, শিক্ষা প্রশাসনের। তারা ঠিক মতো প্রশাসন চালাতে পারেন না। শিক্ষকরা নিজেদের স্বার্থে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদালয়ে ছাত্র নেতাকর্মীদের ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন।

আবার এক শিফটে ক্লাস হওয়া সত্ত্বেও রাজধানীর আবুজর গিফারী কলেজে রাতে ছাত্রনেতারা আড্ডা দেন। এসব বন্ধে আমাদের কমিটি স্থগিত করতে হয়। অথচ কর্তৃপক্ষ পুলিশকে বলে অ্যাকশন নিতে পারত। এভাবে যত ঘটনা হয়েছে সব ক্ষেত্রেই ছাত্র রাজনীতির বাইরের শক্তি এর ওপর ভর করার কারণে ঘটে আসছে।

ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ বলেন, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ বা স্থগিতের যদি চিন্তা-ভাবনা করা হয়। সেটাও কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ। ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস বলে স্বৈরশাসকরা সব সময়ই ছাত্রদের ভয় পায়। একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুগভীর ষড়যন্ত্র সামনে রেখে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে। কিন্তু ছাত্রসমাজ এটা কোনোদিনই মেনে নেবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের দাবি : এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্রনেতা নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। ভিসিদের সংগঠন 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ' রোববার রাজধানীতে এক বৈঠকে মিলিত হয়। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ও হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন। একজন ভিসি রোববার রাতে যুগান্তরকে জানান, একজন ভিসি বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের স্বার্থে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি উত্থাপন করেন। পরে এ বিষয়ে আরও কয়েকজন ভিসি আলোচনায় অংশ নেন। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখতে সভা থেকে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হলে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা তাতে একমত প্রকাশ করেন।

বৈঠকে যোগদানকারীদের একজন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক রফিকুল হক। তিনি বলেন, অসুস্থ রাজনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকটাই ক্ষত-বিক্ষত। তাই সাময়িক সময়ের জন্য হলেও এই অসুস্থ রাজনীতির ধারা স্থগিত করা দরকার। এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক রুহুল আমিন সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে এ ব্যাপারে দাবি উঠলেও এ নিয়ে আরও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। চলতি মাসের শেষে আরেকটি সভা রয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

জানা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতি স্থগিত বা বন্ধের দাবি উঠলেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ এখনই সরকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বলবে না। এটি আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরিষদের এজেন্ডাভুক্ত করা ... সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এরপর আলোচনা শেষে সরকারকে জানানো হবে।